152

ভোরের কাগজ

তারিখ 20 APR 1998

পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৮

প্রশ্নপত্র ফাঁস : দুই কমিটি ৭ দিনের মধ্যে রিপোর্ট দেবে

সীতাকুণ্ড ও মিরেরসরাইয়ে প্রশ্ন বিক্রি হচ্ছে দেদারসে

চট্টগ্রাম অফিস : আগের দিন বিলি হওয়া প্রশ্নপত্রের সঙ্গে গতকাল রোববার অনুষ্ঠিত বাংলা প্রথম পত্রের প্রশ্নের আংশিক মিল পাওয়া গেছে। আজ সোমবার অনুষ্ঠিতব্য বাংলা দ্বিতীয় পত্রের কথিত ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রের একাধিক সেট গোপনে বিক্রি হচ্ছে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড ও মিরেরসরাই এলাকায়। এ দুটি থানা এলাকা ছাড়া অন্য কোথাও প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার খবর পাওয়া যায়নি।

গতকাল অনুষ্ঠিত বাংলা প্রথম পত্রের পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের সঙ্গে বিলি হওয়া প্রশ্নের আংশিক মিল থাকলেও চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান আহসানউল্লাহ ও জেলা পুলিশ সুপার আবদুর রউফ বলেছেন, প্রকৃত প্রশ্ন ফাঁস হয়নি। ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা উদঘাটনের জন্য চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও জেলা প্রশাসক কে এম হাবিব উল্যা পৃথক দুটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন। কমিটির সদস্যদের আগামী ৭ দিনের মধ্যে তাদের রিপোর্ট জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবক মহলে চরম উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে। ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র প্রাপ্তির আশায় নগরী ও জেলার অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকরা সম্ভাব্য জায়গায় সংশ্লিষ্টদের কাছে ধরনা দিচ্ছে।

ভোরের কাগজ-এর মিরেরসরাই ও সীতাকুণ্ড থানা প্রতিনিধি জানান, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রের সঙ্গে প্রকৃত প্রশ্নের মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। আবার কোনো ক্ষেত্রে আংশিক মিল রয়েছে। এলাকার বিভিন্ন স্পটে গোপনে হাতের লেখা প্রশ্নপত্র বিক্রি হচ্ছে সর্বনিম্ন ২০ টাকা ও সর্বোচ্চ ২০০ টাকায়। পুলিশি তৎপরতার কারণে ফটোস্ট্যাটের বদলে হাতে লিখে প্রশ্নপত্র বিলি হচ্ছে এখন।

প্রশ্নপত্র ফাঁসের সুযোগে একশ্রেণীর অসাধু লোক একাধিক প্রশ্নপত্রের সেট বিক্রি করছে বলে জানা গেছে। আমাদের মিরেরসরাই প্রতিনিধি জানিয়েছেন, আজকের বাংলা দ্বিতীয় পত্রের দুটি সেটই গোপনে বিলি হচ্ছে।

এদিকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি চট্টগ্রাম শাখা। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ গতকাল প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলেন, প্রশ্নপত্র মুদ্রণ, সরবরাহ ও বিতরণ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকা সত্ত্বেও ফাঁসের ঘটনা দুঃখজনক।